13

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুড়িগ্রামে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ

কুড়িগ্রাম সংবাদদাতা ॥ কুড়িগ্রাম জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে চরম দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্য চাউল লইয়া বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাগণ ক্ষমতার অপব্যবহারে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অপরদিকে, গুদাম হইতে চাউল উত্তোলনের সময় বাধ্যতামূলক ঘাটতি এবং নানা প্রকার চাঁদা ও ঘুষের মাশুল শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল ঘুষ, ঘাটতি, চাঁদা ও অতিরিক্ত খরচের অজুহাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ নির্ধারিত পরিমাণ চাউল পাইতেছে না। প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে ৩ হইতে ৫ কেজি চাউল কম দেওয়া হইতেছে।

অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বরাদ্দকৃত কার্ডের অর্ধেকই ভুয়া। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলায় ২১টি ইউনিয়নের ৩১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চালু রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭১৪ জন আর সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৭৫৭। গত আগষ্ট মাসে এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩৭১ দশমিক ৬৭৭ মেট্রিক টন চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। এই চাউল

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

কুড়িগ্রামে শিক্ষার বিনিময়ে

(৩য় পৃঃ পর)

বিতরণে সরকারী নিয়মনীতি মানা হয় নাই। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একক কার্ডধারীর ১২ কেজি এবং একাধিক কার্ডধারী পরিবারের ১৬ কেজি করিয়া চাউল পাওয়ার কথা থাকিলেও পাইয়াছে ৩ হইতে ৫ কেজি কম। তদুপরি চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ৭ কেজির বেশী দেওয়া হয় নাই। এইভাবে চাউল বিতরণের পর উদ্বৃত্ত চাউল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক এবং খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হইয়া যায়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাগণ বলিয়াছেন যে, নানা প্রকার উৎকোচ, চাঁদা, গুদামে চাউল উত্তোলন করিতে গিয়া বাধ্যতামূলক ঘাটতির কারণে তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে চাউল কম দিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় চাউল উত্তোলন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বরাদ্দকৃত চাউল খাদ্য গুদাম হইতে উত্তোলনের সময় থানা খাদ্য কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার উপস্থিত থাকিয়া খাদ্যের গুণগত মান এবং ওজন পরীক্ষা করিবার কথা। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট হইতে ছাড়পত্র লইয়া বিদ্যালয়ের সভাপতি সরাসরি খাদ্য গুদাম হইতে মাল উত্তোলন করিতেছেন। ডিও গ্রহণের সময় বস্তা প্রতি ২৫ টাকা, ওজনদারকে ১০ টাকা, ওসি, এলএসডিকে ২০ টাকা, কুলি খরচ বাবদ ৪ টাকা প্রদান করিতে হয়। ইহার পরও বস্তাপ্রতি ৪/৫ কেজি চাউল কম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এই চাউল লইয়া বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্মকর্তাগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। জেলা শিক্ষা অফিসের নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং থানা শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র জানাইয়াছে ভুয়া কার্ডের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত চাউলের অর্ধেকই আত্মসাৎ করা হইতেছে।